● শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে প্রাচ্য - পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব ● (Educational Controversy between the Anglicists and the Orientalists) মেকলের মন্তব্য (Macaulay's Minute)

● বিষয় সংকেত ঃ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাচ্য পাশ্চাত্য দ্বন্দ্বের অর্থ — মেকলে কর্তৃক এর মীমাংসা — ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য — প্রাচ্যবাদী দ্বন্দ্বের কারণগুলো সেই দ্বন্দ্ব মীমাংসার ক্ষেত্রে লর্ড মেকলের ভূমিকা পালন।

● ভাষা বিতর্কের সূচনা ঃ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে 'General Committee of Public Instruction" (G.C.P.I) নামে বাংলাদেশে একটি শিক্ষা সংস্থা গঠিত হয়েছিল। সনদ আইনে বরাদ্দ ১ লক্ষ টাকার যথাযথ সদ্ব্যবহারের দায়িত্ব এই কমিটির হাতে দেওয়া হল। উক্ত সমিতির সদস্যগণ প্রথমদিকে প্রাচ্য শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁরা প্রাচ্য শিক্ষার উন্নয়নেই মন দিয়েছিলেন। ভারতে তখন ইংরাজী শিক্ষার স্বপক্ষে এক ক্রমবর্ধমান জনমত গড়ে উঠেছিল। নানা কারণে ইংরাজী শিক্ষার চাহিদা যখন তীব্র হয়ে উঠল তখন কমিটির সদস্যরা সমান দু'ভাগে বিভক্ত হলেন। ভাষার মাধ্যমে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন H. T. Prinsep এবং Wilson প্রভৃতি কোম্পানীর তরুণ কর্মচারীরা। কমিটির ভিতরের সদস্যগণ ভাষার মাধ্যম সম্বন্ধে পৃথক মত পোষণ করায় একদল 'প্রাচ্য পন্থী (Orientalist) এবং আর একদল 'পাশ্চাত্য পন্থী (Occidentalist) নামে দুটি দলে বিভক্ত হলেন। এই দ্বন্দ্ব ক্রমে এতই তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে সমিতির কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

এ সময় ভারতের বড়লার্ট ছিলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে লর্ড মেকলে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের আইন সদস্য হিসাবে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি পদে নিযুক্ত হন। লর্ড বেন্টিঙ্ক লর্ড মেকলের উপর এই বিতর্কের নিষ্পত্তির ভার দেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁকে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদ আইনের ৪৩নং ধারাটির এক আইন সঙ্গত ব্যাখ্যা করে এই বিরোধের মীমাংসা করতে অনুরোধ করলেন।

● মেকলের বিবরণী (১৮৩৫ খৃঃ) ঃ তৎকালীন বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হয়ে লর্ড মেকলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে যে দীর্ঘ বিবরণী (Minute) প্রকাশ করলেন তা ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক বিবরণী বলে পরিগণিত হয়ে আছে। (মেকলে সাহেবের মিনিট)। মেকলে সাহেবের মিনিটে ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব বলিষ্ঠ সমর্থন লাভ করেছিল।

Scanned with CamScanner

লর্ড মেকলের বিবরণীর প্রধান বক্তব্যগুলি ছিল (১) ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দিতে হবে (২) পুরনো অকেজো দেশীয় বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দিতে হবে (৩) নতুন যুগের নতুন শিক্ষার উপযুক্ত স্কুল কলেজ খুলতে হবে। মেকলে সাহেব তাঁর ঐতিহাসিক বিবরণীতে সর্বপ্রথমে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদ আইনের ৪৩নং ধারার ব্যাখ্যা করেছিলেন।

(ক) তাঁর মতে 'সাহিত্য' বলতে ইংরেজী সাহিত্যের কথা বোঝায়, 'শিক্ষিত ভারতবাসী' বলতে সেই ভারতবাসীর কথা বলা হয়েছে যাঁরা লক সাহেবের দর্শন, মিলটন সাহেবের কবিতা পাঠে আগ্রহ দেখিয়েছেন। 'বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার' বলতে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান অনুশীলন করার কথাই বলা হয়েছে।

(খ) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মেকলে তিনটি ভাষার (ভারতীয়দের আঞ্চলিক বা মাতৃভাষা, সংস্কৃত অথবা আরবী, ক্লাসিক্যাল ভাষা, ইংরেজী ভাষা) মধ্যে কোন্‌টি শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে উপযুক্ত হতে পারে তার আলোচনা করেছিলেন।

● **মেকলের মিনিট ঃ** দেশীয় বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে মেকলে বলেন যে ঐসব পুরানো, অকেজো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আশু বিলুপ্তিই বাঞ্ছনীয়। প্রাচ্য ভাষা সম্পর্কেও তাঁর অভিমত খুব বিরূপ ছিল এবং এ সব ভাষাসমূহকে তিনি অকর্মণ্য, প্রাণহীন, উদ্ভট এবং কলুষতাপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছিলেন ও ইংরেজীর গুণগানে তিনি মুখর হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি ঘোষণা করলেন সংস্কৃত ও আরবী ভাষা অত্যন্ত প্রাচীন, অপ্রয়োজনীয় ও অকেজো। তিনি স্পর্ধাভরে বলেছিলেন 'ভারতবর্ষ ও আরবের সমগ্র সাহিত্য ভাণ্ডারটি ইউরোপের কোন ভাল গ্রন্থাগারে সংগৃহীত মাত্র একটি সেলফে রাখা পুস্তকাবলীর পাশে সমমর্যাদায় দাঁড়াতে পারে না।

"A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia".

● **ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার পক্ষে যুক্তি ঃ** তিনি ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখিয়েছিলেন। মেকলে লিখেছিলেন যে (১) ইংরাজী ভাষা পাশ্চাত্য ভাষা সমূহের মধ্য প্রধান। (২) গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা যেমন ইংরাজী ভাষার সমৃদ্ধির মূলে ছিল তেমনি ইংরাজী ভাষা ভারতীয় ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে। (৩) ইংরেজী ভাষা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চাবিকাঠি। পাশ্চাত্য দেশে ইংরাজী ভাষা যথেষ্ট জনপ্রিয় । (৪) ইউরোপে গ্রীস - রোমের বিদ্যা যেমন রেনেসাঁস এনেছিল, ইংরাজী ভাষা ভারতে তেমনি নব জাগরণ আনবে। (৫) এই ভাষার মাধ্যমে পশ্চিম দেশীয় সভ্যতার সঙ্গে ভারতবাসী ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে উঠবে। (৬) ইংরাজী শাসক শ্রেণীর ভাষা, ইংরাজী ভাষা না শিখলে ভারতবাসী সরকারী কাজকর্মেও অংশগ্রহণ করতে পারবে না। (৭) অদূর ভবিষ্যতে এই ভাষা প্রাচ্য সমুদ্র তীরে বানিজ্যিক ভাষারূপে পরিগণিত হবে। (৮) পরীক্ষামূলকভাবে দেখা

Scanned with CamScanner

গেছে ভারতবাসীরা সংস্কৃত অথবা আরবী অপেক্ষা ইংরাজীকে অধিক পছন্দ করেন। (৯) ইংরাজী ভাষা চর্চার দ্বারা এদেশে যেমন শিক্ষক তৈরী হতে পারে, তেমনি দেশীয় ভাষাও সমৃদ্ধ হতে পারে এবং পরিণামে দেশীয় ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে। (১০) মেকলে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা ব্যাপারে পরিশ্রুত মতবাদে Downward Filtration theory) বিশ্বাসী ছিলেন। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে যে সব ভারতবাসী উচ্চ শিক্ষা লাভ করবেন তাঁরা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের মর্ম উপলব্ধি করে নিজেদের দায়িত্বেই অন্যান্য ভারতবাসীর শিক্ষা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবেন। "Education was to permeate the masses from above. Drop by drop the Himalayas of Indian life useful information was to trickle downward, forming in time a broad and stately stream to irrigate the thirsty plains" (১১) ইংরাজী শিক্ষার ফলে এদেশে এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি হবে যারা বর্ণে ও রক্তেই শুধু ভারতীয় থাকবে, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ (... a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, opinion and intellect.") । এঁদের মধ্য থেকেই শিক্ষা নীচের দিকে নেমে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

● **মেকলের মিনিটের সমালোচনা ঃ** ইংরাজী শিক্ষা সম্পর্কে বিখ্যাত মন্তব্যের জন্য মেকলে স্বদেশী এবং বিদেশী সকলের কাছ থেকে সমভাবে প্রশংসা লাভ করেছেন। উচ্ছ্বাস বশে কেউ কেউ তাঁকে ভারতের পুনরুজ্জীবনের পথ প্রদর্শক রূপে (Torch bearer in the path of progress) অভিহিত করেছেন। আবার কেউ তাঁকে ভারতীয় ভাষা সমূহের উন্নতির সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছেন বলে দায়ী করেছেন। ভারতীয় ধর্ম, ভাষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির সম্পর্কে মেকলে বহু অপমানসূচক উক্তি করেছেন। ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জন্য কেউ বা তাঁকে নিন্দা করেছেন। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক অসন্তোষের জন্য অনেক ইংরেজ ইংরেজী শিক্ষাকে দায়ী করে অন্যায়ভাবে মেকলকে নিন্দা করেছেন।

একটু বিশেষভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, অতি নিন্দা বা অতি প্রশংসা কোনটাই তাঁর প্রাপ্য নয়। ভারতের পুনরুজ্জীবনের পথপ্রদর্শক বলে মেকলেকে অভিনন্দিত করলে অতিশয়োক্তি করা হবে। পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি গ্রহণ ব্যাপারে মেকলে এদেশে আসবার আগে থেকেই ভারতের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের দাবী জানিয়েছিলেন। অর্থ ও মান দুয়ের জন্যই যে ইংরাজী শিক্ষার উপযোগিতা আছে একথা এদেশের লোক বুঝতে পেরেছিল। মেকলে কেবলমাত্র সমসাময়িক চিন্তাধারার স্রোতটিকে বিপুল বেগে প্রবাহিত হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। শিক্ষাসভায় (G.C.P.)। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধ মেকলে এদেশে আসবার বহু পূর্বে থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৮ খৃঃ থেকে ক্রমাগত এদেশে ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহনের ভার ছিল বড়লাটের উপর। মেকলে তাঁর সবল উক্তির দ্বারা উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে উৎসাহিত করেছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক যদি মেকলের পরামর্শ

Scanned with CamScanner

গ্রহণ না করতেন তাহলে তাঁর মতামত সরকারী নীতি রূপে গৃহীত হবার প্রশ্নই উঠত না। মেকলে তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানিয়ে বেন্টিঙ্কের কাজের সহায়তা করেছিলেন মাত্র। সময়ের গতি যেভাবে চলছিল তা থেকে বলা যায় যে, মেকলে না থাকলেও এই সিদ্ধান্ত দুদিন আগে বা পরে গৃহীত হতো। তিনি দ্বিধাহীন বক্তব্য উপস্থাপন করে অবশ্যম্ভাবীতাকে ত্বরান্বিত করেছেন মাত্র।

মেকলে একজন আত্মপ্রত্যয় সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোন মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হননি। তিনি নিজের বিশ্বাসমত মতবাদ পরিবেশন করেছেন। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যম করার পিছনে তাঁর কোন অসৎ মনোভাব ছিল না।

শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত্ তখন পর্যন্ত এ দাবীতে কেউ সোচ্চার হয়নি। জাতীয় শিক্ষার কথাও কেউ উপস্থাপিত করেননি। তখন যদি কেউ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার দাবী করতেন তাহলে মেকলে হয়ত সে দাবীর বিরুদ্ধে যেতেন না। কারণ তাঁর বক্তব্যের মধ্যেই তা প্রমানিত হয়। 'We conceive the formation of a vernacular Literature to be the ultimate object to which all our efforts must be directed.' তাছাড়া মাতৃভাষা তখন অত্যন্ত দুর্বল ছিল। পরবর্তীকালে অনেক শিক্ষাবিদ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলেও কার্যক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে সমর্থ হননি। কারণ তখনও পর্যন্ত ভারতীয় ভাষাগুলি সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে পারেনি।

ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম করে ভারতবর্ষে নিরক্ষরতার পথই তিনি প্রশস্ত করেছিলেন। লর্ড কার্জনের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকও বলেছিলেন যে ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম করার ফলে ভারতবর্ষে জনশিক্ষার গতি অত্যন্ত পিছিয়ে গেছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইংরেজ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক James মেকলের যুক্তিগুলি সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'His pronouncements are too glib, too confident, too unqualified and sometimes against good taste.'

ভারতবাসীর জীবনে ইংরাজী শিক্ষা বিজাতীয় ফলপ্রসূ হয়েছিল, ব্যক্তি ও জাতিকে দ্বিধা বিভক্ত করে ফেলেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা মাতৃভাষার পরিণতির পথ বহু দিনের জন্য বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। মেকলের সর্বাপেক্ষা বেশী দোষ হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতাজনিত অশ্রদ্ধেয় উক্তি করা।

Scanned with CamScanner